Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# নারীবাদ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আনোয়ার প্রীতি

রোলঃ 227022087


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

# নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আনোয়ার প্রীতি

রোলঃ 227022087

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা আনোয়ার প্রীতি, আইডিঃ 227022087 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নারীবাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Preety

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**আফসানা আনোয়ার প্রীতি**

আইডিঃ 227022087

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


নারীবাদের ধারণা ........ 1

ইসলামের পূর্বে ও পরে নারীরা: ........ 1

নারী পুরুষ সমান অধিকার: ........ 1

কুরআনে কী নারী-পুরুষ আলাদা স্থান পায়: ........ 3

স্ত্রীর হক্ক: ........ 4

ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করেছে: ........ 8

পশ্চিমাদের নিকট নারীর অধিকার: ........ 9

ইসলামের আলোকে নারীবাদ: ........ 9

নারীবাদের ধারণা ও ইসলামের অবস্থান ........ 10

নারীবাদের মূল লক্ষ্য: ........ 10

ইসলামের অবস্থান: ........ 10

ইসলামে নারী ও পুরুষের মৌলিক সমতা ........ 10

কুরআনের দৃষ্টিতে: ........ 10

ইসলামে নারীর অধিকার ........ 11

ইসলাম ও আধুনিক নারীবাদ ........ 13

ইসলামে নারীর ভূমিকা ........ 14

পরিবারে নারীর অবস্থান ........ 14

ইসলামি নারীবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ........ 16

নারী ও পুরুষের দায়িত্বের ভারসাম্য: ........ 17

নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ইসলামি অবস্থান ........ 17

আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামের অবস্থান: ........ 17

ইসলামের প্রথম যুগে নারীর নেতৃত্ব:.....18
ইসলামে নারী এবং "মাহরাম" ধারণার গুরুত্ব.....18
আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে:.....19
ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে:.....19
নারীর বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামের ভূমিকা.....19
কন্যা হত্যার নিষেধাজ্ঞা:.....20
বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত:.....20
উপসংহার.....23

## নারীবাদের ধারণা

কোনো ক্ষেত্রেই নারী পুরুষ সমান হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা জন্য প্রকৃত সম্মান অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন।কোনো ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বেশি আবার কোনক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা বেশি। নারী অধিকার,নারীবাদ দিয়ে যে সকল সংস্থা ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার চালায় তারা আসলে নারীর অধিকার বুঝিয়ে কী হাসিল করতে চায় তা অস্পষ্ট।

## ইসলামের পূর্বে ও পরে নারীরা:

এখন যে নারীদের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার সভা সংস্থা গঠন করা হচ্ছে অন্যদিকে দুইশত বছর আগেই আল্লাহর নবী নারীদের সম্মানের বিষয়ে কথা বলেছেন। ইসলাম আবির্ভাবের আগে নারীদের উপর নানা পাশবিক নির্যাতন করা হতো। এমনকি মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেও সংকোচ বোধ করতো।কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পরে নারীরা হয়েছেন সবচেয়ে সম্মানিত।

## নারী পুরুষ সমান অধিকার:

তাদের উভয়কে সমানাধিকার দেয়া কোন ইনসাফ বা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। যদি তাদের

সমান অধিকার দেয়া হত এবং একে অপরের শূন্যতা পূরণ করতে পারতো তাহলে মানব জীবনের

ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যেতো এবং মানুষ এক অনিশ্চিত জীবনের সম্মুখীন হতো। বর্তমান ও অতীতের সামাজিক জ্ঞান – বিজ্ঞান ও জ্ঞানীদের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে নারীদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল মাতৃত্বের অভাব পূরণ করা পরিবার–পরিজনের

খেদমত ও সন্তানের লালন-পালনের জন্য। আর পুরুষের সৃষ্টির হিকমত হল, তারা বাইরের কাজগুলো সমাধান করবে, রিযিক উপার্জনের ব্যবস্থা করবে এবং তারা তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার বহন করবে। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত ড. আল কাসীস কিরীল নারী ও পুরুষের গঠন প্রকৃতিরনপার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

নারীরা পুরুষ হতে সে সব রাসায়নিক

“নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য শুধু তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈহিক কাঠামো যৌনাঙ্গ, গর্ভধারণ ইত্যাদিতে

সীমাবদ্ধ নয় এবং শুধু উভয়ের শিক্ষার মাধ্যম ভিন্ন হওয়াতেও সীমাবদ্ধ নয়! বরং উভয়ের মধ্যে

পার্থক্য মৌলিক, সত্বাগত, দৈহিক, জন্মগত ও প্রকৃতিগত। মনে রাখতে হবে তাদের দেহাভ্যন্তরের অনুপ্রবেশ-কৃত সাদা পানি যা ভিন্ন ও আলাদা হয়ে থাকে ধাতুতেও তারা উভয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যারা কোমল প্রকৃতি ও নরম স্বভাবের নারীদেরকে

পুরুষের সমান অধিকারের জন্য শ্লোগান দেয়, তার মূলত: কোমল-মতি নারী ও পুরুষের মধ্যে এসব

মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে তেমন কোন ধারণাই রাখে না। তারা মূলত: প্রকৃতিরই বিরোধিতা করে।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা না থাকার কারণে তারা দাবী করে যে তাদের উভয়ের অধিকার সমান হতে হবে তাদের উভয়ের মাঝে শিক্ষা-দীক্ষা দায়-দায়িত্ব ও কাজ –কর্মে কোন

পার্থক্য বা বৈষম্য থাকতে পারবে না। বাস্তবে নারীরা পুরুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, তাদের প্রকৃতি ও জন্মগত দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক অমিল রয়েছে। বরং আরও আগে বাড়িয়ে বলা যায় তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা জাগতিক শৃঙ্খলার একটি চিরন্তন বিধান ও সৃষ্টির রহস্য।

# কুরআনে কী নারী-পুরুষ আলাদা স্থান পায়:

ইসলাম নারীদের বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছেন। নারীদের একান্ত কোন বিষয় ছাড়া

ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ব্যবধান ও বৈষম্য তৈরি করেনি বরং ইসলাম নারীদেরকে

পুরুষের মতই সমানভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৯১

টি স্থানে হে ঈমানদারগণ বলে সম্বোধন করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা 'আলা হে মানবজাতি

বলে ১৮ টি স্থানে সম্বোধন করেছে। এ সব সম্বোধনে আল্লাহ তা ‘‘আলা নারী পুরুষ সবাইকে

সমানভাবেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ছাড়াও কুরআন ও হাদিসে সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় জানার

আহ্বান জানানো হয়েছে। তাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ব্যবধান করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

}قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ{ َ

বল, আসমানসমূহ ও জমিনে কি আছে তা তাকিয়ে দেখ। আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ এমন

কওমের কাজে আসে না, যারা ঈমান আনে না। [সূরা ইউনুস: ১০১]

অনুরূপভাবে নারীরা তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পুরুষদের মতই স্বাধীন। তারা তাদের

ইচ্ছামতই ঈমান আনবে বা বিরত থাকবে। তাদের কেউ কোন দ্বীন কবুল করার ক্ষেত্রে বাধ্য করতে

পারবে না।

**নারীর মত প্রকাশ:** ইসলাম একজন মহিলার জীবনের শুরু থেকে নিয়ে বৃদ্ধা হওয়া পর্যন্ত

সব অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। ইসলাম একজন নারীকে বাল্যকালে কন্যা হিসেবে প্রাপ্তবয়স্কা হলে স্ত্রী হিসেবে,ও বৃদ্ধ বয়সে মা হিসেবে বিভিন্নভাবে মর্যাদা দিয়েছে। কারণ' ইসলাম অধিকারের দিক দিয়ে

ছেলে ও মেয়ে হওয়ার দিক দিয়ে কোন প্রকার পার্থক্য করেনি। একজন ছেলের জন্য যে

অধিকার একজন মেয়ের জন্যও ঠিক একই অধিকার। উভয়ের মাঝে কোন প্রকার বৈষম্য ও

ব্যবধান করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা পিতাদের উপর তাদের সন্তানদের লালন পালন ভরণ

পোষণ শিক্ষা দীক্ষা ও আদব আখলাক শিখানোকে কর্তব্য করে দিয়েছেন। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম মেয়েদেরকে ছেলেদের তুলনায় আরও অধিক মর্যাদা দিয়েছেন।

## স্ত্রীর হক্ব:

আল্লাহ তা 'আলার অপার অনুগ্রহ হল, আল্লাহ তা 'আলা স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন –
" استوصوا بالنساء خيرا " তোমরা তোমাদের নারীদের প্রতি কল্যাণকামী হও। তাদের সাথে সৎ আচরণ কর। [মুসলিম কিতাবুন

নিকাহ] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন—

"اللهم إني أُحرج حق الضعيفين : اليتيم، والمرأة"

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি দু ধরনের দুর্বল শ্রেণীর লোকের অধিকারের বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করছি:

ইয়াতীম ও নারী। [ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামীদের উপর স্ত্রীদের অধিকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে,

তিনি বলেন—

"أن يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت

তোমাদের কেউ যখন খেতে পায় তখন তার স্ত্রীকে খেতে দেবে, আর যখন সে পরিধান করতে

সক্ষম হয়, তখন স্ত্রীকেও পরিধান করাবে, আর তার তাকে চেহারায় প্রহার করবে না, বিকৃতি করবে

না বা তার কাজ ও কথাকে কুৎসিত বলে গণ্য করবে না এবং ঘর ছাড়া অন্য কোথাও একাকী ছাড়বে না। [ইবনে মাজাহ কিতাবুন নিকাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন-

"

"خياركم خياركم لنسائهم

তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম। [আবুদাউদ কিতাবুন নিকাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন—

"لقد طاف بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب !!وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم"

'

অর্থ, রাসূলের পরিবারে অনেকগুলো নারী একত্র হল তারা সবাই তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারার

অভিযোগ করল, আর আল্লাহর শপথ! তোমরা তাদেরকে তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক হিসেবে

পাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন—

"

من

كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

“যার স্ত্রী দুজন থাকে এবং লোকটি তাদের একজনের দিকে অধিক ঝুঁকে পড়ে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে এক পাশ ঝুঁকে থাকা অবস্থায়। [আবুদাউদ কিতাবুন নিকাহ

'

একজন নারী যখন মা হয় তখন সে ঘরের একজন অভিভাবক ও সরদার হয়ে থাকে। আল্লাহ

তা'আলা জান্নাতকে তাদের পায়ের তলে রেখেছেন এবং সন্তানদের দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেন

তাদের মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের আদেশ নিষেধের

অনুকরণ করে, তাদের জন্য দো'আ করে এবং প্রয়োজনের সময় তাদের জন্য ব্যয় করে। আল্লাহ

তা'আলা বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي

ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{

“ আর আমি মানুষকে তার মাতা পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে

অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধ-পান

ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে

উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার

মাতা—পিতার উপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে

পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার

বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।(সূরা আহকাফ-১৫)

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট

এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে ? তিনি বলেন, তোমার মা, বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার মা, লোকটি আবারো জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে? বললেন, তাপরও তোমার মা, তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তারপর তোমার পিতা। [বুখারী]

# ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করেছে:

ইসলাম নারীদের জন্য স্বয়ং-সম্পন্ন অর্থনৈতিক লেনদেন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন হালাল পন্থায় অর্থ সম্পদ উপার্জন করতে চাইলে ইসলাম তাতে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করেনি। বেচা কেনা হেবা দান করা ব্যবসা-বাণিজ্য রেহান বন্দক ভাড়া দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো ইচ্ছা করলে

একজন নারী পর্দার মধ্যে থেকে অনায়াসে করতে পারে। তা সত্ত্বেও ইসলাম তার উপর তার নিজের

কিংবা ছেলে সন্তানদের ভরণ পোষণের কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'

..}للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ* َ

পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে

অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে।

ইসলাম নারীদের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে যাতে তারা তাদের নিজেদের পক্ষে আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিচারাধীন বিষয়ে বিচারক নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং নারীরাও

কোন বিচারাধীন বিষয়ে পুরুষের মত সাক্ষী হতে পারে। অর্থ, আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এই

জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা

নারীদের জন্য রয়েছে অংশ . যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও।নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত।[সূরা নিসা ৩২]

## পশ্চিমাদের নিকট নারীর অধিকার:

পশ্চিমারা বলে আমরা নারীর অধিকার দিয়েছি অষ্টম শতাব্দীতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইশত বছর পর ফ্রান্সে
খ্রিস্টানদের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়েছিল। সেদিন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, আজ থেকে আমরা নারীদেরকে মানুষ বলছি। আজকেও
মানুষ হিসেবে মানছি না, মানুষ বলা শুরু করছি। আল্লাহর নবীর দুইশত বছরে শুধু বলা শুরু করেছে। ১৯৬২ সনে বৃটেনে নারীদেরকে মালিকানার অধিকার দিয়েছে। খৃস্টানদের কাছে ১৯৬২ সনের পূর্বে আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বা তারও পূর্বে নারীরা দশ টাকা এমনকি একটা নাক ফুলেরও মালিক হতে পারতো না। এই ছিল অবস্থা। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নারীদেরকে সর্বস্থানে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। সে সময় কণ্যা সন্তান জন্ম হওয়া দোষণীয়মনে করা হতো। কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ছেলেমেয়েকে নেয়ামত বলেছেন।

## ইসলামের আলোকে নারীবাদ:

নারীবাদ একটি সামাজিক আন্দোলন যা নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল। তবে, আধুনিক নারীবাদের অনেক দিক ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলামে নারী ও পুরুষের জন্য সমতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ন্যায়বিচার, যা আল্লাহর দেওয়া সুশৃঙ্খল নিয়মের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

# নারীবাদের ধারণা ও ইসলামের অবস্থান

## নারীবাদের মূল লক্ষ্য:

নারীবাদ মূলত নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্দোলন। এটি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার কথা বলে।

## ইসলামের অবস্থান:

ইসলাম ১৪০০ বছর আগে থেকেই নারীর অধিকার, মর্যাদা, এবং সুরক্ষার কথা বলেছে। কুরআন এবং হাদিসে নারীকে কেবল সম্মানিতই করা হয়নি, বরং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

## ইসলামে নারী ও পুরুষের মৌলিক সমতা

## কুরআনের দৃষ্টিতে:

**১. সৃষ্টির সমতা:**
কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদের একক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।"
(সূরা নিসা: ৪:১)
এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নারী ও পুরুষ উভয়ই সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহর কাছে তাদের সমান মূল্য রয়েছে।

**২. কর্মের প্রতিদান:**

কুরআন ঘোষণা করেছে:

“পুরুষ বা নারী—তোমাদের কেউই আমলের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তোমরা সবাই একে অপরের অংশ।”

(সূরা আল ইমরান: ৩:১৯৫)

হাদিসের দৃষ্টিতে:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীদের প্রতি উত্তম আচরণ করে।”

(তিরমিজি)

## ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন এক সময়ে, যখন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এখানে তুলে ধরা হলো:

**১. শিক্ষার অধিকার:**

ইসলামে নারী ও পুরুষের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক।”

(ইবনে মাজাহ)

প্রাথমিক ইসলামি সমাজে অনেক নারী ছিলেন পণ্ডিত, যেমন আয়েশা (রা.), যিনি অনেক হাদিসের বর্ণনাকারী।

**২. আর্থিক অধিকার:**

উত্তরাধিকার: সূরা নিসায় (৪:৭) উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীর উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার: ইসলাম নারীদের সম্পত্তি অর্জন ও তার উপর অধিকার দিয়েছে। খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী।

কর্মসংস্থানের অধিকার: নারীদের কর্মক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি রয়েছে, তবে এটি ইসলামি শালীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

**৩. বিবাহ ও তালাকের অধিকার:**

নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।

নারীর তালাক চাওয়ার অধিকার (খুলা) রয়েছে।

**৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার:**

প্রাথমিক ইসলামি সমাজে নারীরা যুদ্ধ, শিক্ষা, এবং দাওয়াহর ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন।

উম্মে সালামা (রা.) এবং আয়েশা (রা.) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছেন।

# ইসলাম ও আধুনিক নারীবাদ

## ১. সমতার প্রশ্নে ইসলাম:

আধুনিক নারীবাদে সমতা মানে নারী ও পুরুষকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান বিবেচনা করা। তবে, ইসলাম বলে যে সমতা মানে উভয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা। উদাহরণস্বরূপ:

পুরুষদের দায়িত্ব পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করা।

নারীদের মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, যা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ।

## ২. আধুনিক নারীবাদের চ্যালেঞ্জ:

পশ্চিমা নারীবাদ: এটি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দেয়, যা অনেক সময় পারিবারিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইসলামের উত্তর: ইসলাম নারীর স্বাধীনতার সঙ্গে শালীনতা বজায় রাখতে বলে।

## ৩. ইসলাম কি নারীবাদের বিকল্প হতে পারে?

ইসলাম নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দিয়েছে, যা আধুনিক নারীবাদের বিকল্প হিসেবে কার্যকর হতে পারে।

# ইসলামে নারীর ভূমিকা

**১. মা হিসেবে:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“জান্নাত মায়ের পদতলে।” (তিরমিজি)

**২. স্ত্রী হিসেবে:**

নারীর অধিকার ও দায়িত্ব পরিবারে ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

**৩. কর্মজীবী নারী:**

ইসলাম কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি অনুমোদন করে, তবে এটি শালীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রেখে হতে হবে।

# পরিবারে নারীর অবস্থান

পরিবার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট, এবং এখানে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান।

**মা:**

কুরআনে বারবার পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করার কথা বলা হয়েছে, বিশেষত মায়ের প্রতি।
আল্লাহ বলেন:
“আমি মানুষকে তার পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং তার দুধ ছাড়ানোর সময় দুই বছর।”
(সূরা লোকমান: ৩১:১৪)

**স্ত্রী:**

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে।

“তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ।” (সূরা বাকারা: ২:১৮৭)

**কন্যা:**

কন্যাসন্তানকে লাঞ্ছিত করা জাহেলি যুগের প্রথা ছিল। ইসলাম এই প্রথার অবসান ঘটিয়ে কন্যাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি কন্যাসন্তানদের যত্ন নেয়, তাকে জান্নাত দেওয়া হবে।” (বুখারি)

# ইসলামি নারীবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য

**১. শালীনতা ও সম্মান:**

নারীর পোশাক, আচরণ এবং জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা আছে।

**২. পরিবারের গুরুত্ব:**

ইসলাম পরিবারকে সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হিসেবে দেখেছে, যেখানে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

**৩. সামাজিক ন্যায়বিচার:**

ইসলাম নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছে এবং তাদের সমাজের অংশীদার করেছে।

## নারী ও পুরুষের দায়িত্বের ভারসাম্য:

ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও ভূমিকা ভাগ করে দিয়েছে, যা তাদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পুরুষকে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হিসেবে দেখা হয়েছে।

নারীদের মাতৃত্ব ও পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

## নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ইসলামি অবস্থান

ইসলাম নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে:
“তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।”
(সূরা নিসা: ৪:১৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম।”

## আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামের অবস্থান:

আধুনিক নারীবাদ সমতার নামে অনেক সময় নারীর প্রকৃত মর্যাদাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। ইসলাম নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে, তবে তা শালীনতা, পারিবারিক বন্ধন এবং নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে।

## ইসলামের প্রথম যুগে নারীর নেতৃত্ব:

**খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.):**

তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াতের প্রথম সমর্থক। তার ব্যবসা শুধু অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রতীকই ছিল না, বরং নারীর কর্মজীবনের উদাহরণ।

**উম্মে ওয়ারাকা (রা.):**

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তার নেতৃত্বে নারীরা সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন।

## ইসলামে নারী এবং "মাহরাম" ধারণার গুরুত্ব

ইসলামে নারীর স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার জন্য "মাহরাম" ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

মাহরাম (পুরুষ আত্মীয়, যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম) নারীর সুরক্ষার জন্য দায়িত্বশীল।

এটি নারীর চলাচল বা সামাজিক অংশগ্রহণে বাধা নয়, বরং তাকে সুরক্ষিত করার একটি কাঠামো।

## আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

এই ধারণাটি বর্তমান সমাজের হয়রানি বা নারীর নিরাপত্তাহীনতার বিষয়গুলোর একটি সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

**নারীর নৈতিক দায়িত্ব এবং সামাজিক প্রভাব**

ইসলামে নারীদের নৈতিক দায়িত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

একটি নারীর নৈতিক আচরণ এবং তার শিক্ষার মান সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলে।

মা হিসেবে নারী প্রথম শিক্ষক, যার ভূমিকা কোনো প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক কাঠামোর চেয়ে শক্তিশালী।

## ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে:

ইসলামি সভ্যতার প্রাথমিক যুগে নারীরা একাধারে শিক্ষক, পরামর্শক এবং নেত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

## নারীর বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামের ভূমিকা

ইসলামের আগে আরব সমাজে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য ও নির্যাতন ছিল, ইসলাম সেগুলোর অবসান ঘটিয়েছে।

## কন্যা হত্যার নিষেধাজ্ঞা:

ইসলাম নারী শিশুদের হত্যা বন্ধ করে তাদের জীবনের অধিকার নিশ্চিত করেছে। "যখন কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল।"
(সূরা তাকভীর: ৮-৯)

## বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত:

নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নারীবাদের কিছু কিছু বিষয় ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই কোন মুসলমানের উচিত হবে না নারীবাদকে সমর্থন করা। সহজ ভাষায় নারীবাদের লক্ষ্য হল নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং পুরুষতন্ত্রের অবসায়ন। কিন্তু ইসলামের বিধানে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতে দেয়া হয়েছে। ইসলাম পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেছে। কোন নারী নবী বা রসূলের নাম কোরআনে নেই। ইসলামের কোন খলিফার পদ কোন নারী কখনও গ্রহণ করেনি। রসূল (সা) কোন নারীকে বিচারক বা গভর্নর পদে নিয়োগ দেননি কখনও।

পুরুষগণ নারীদের রক্ষক এবং প্রতিপালক এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবান স্ত্রীরা অনুগত থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ কর এবং তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার কর (হাল্কা), অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে

তাদের উপর নির্যাতনের বাহানা খোঁজ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।(সূরা নিসা-৩৪)

উপরের আয়াত থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরিবারের কর্তা হল পুরুষ। আয় রোজগারের বাধ্যবাধকতা পুরুষের উপর। নারী মুলত গৃহস্থালির কাজ এবং সন্তান পালনের কাজ করবে। তবে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে সে বাইরে কাজ করতেও পারে। পুরুষকেও গৃহস্থালির কাজে এবং সন্তান প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সেটা পুরুষের মূল কাজ না।

সূরা বাকারা ২৮২ নং আয়াতের অংশ বিশেষ;

'যদি কর্জ-গ্রহীতা স্বল্প-বুদ্ধি অথবা দুর্বল কিংবা লেখার বিষয়বস্তু বলতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক যেন লেখার বিষয়বস্তু ন্যায্যভাবে বলে দেয় এবং তোমাদের আপন পুরুষ লোকের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, **যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক, যাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে তোমরা রাজী আছ, এটা এজন্য যে, যদি একজন ভুলে যায় (বা ভুল করে) তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে** এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হবে, তখন যেন (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে। '

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হল দুই জন নারীর সাক্ষ্য কারণ নারীরা ভুলে যেতে পারে বা ভুল করতে পারে।

নারীবাদের অনেক রকম ফের আছে। এদের অনেকে মনে করে পুরুষ যে পোশাক পড়তে পারে নারীও সেটা পড়তে পারে। কিন্তু এগুলি ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীর মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিত করেছে কিন্তু কিছু কাজ বা দায়িত্ব শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলি ছাড়া ইসলামে নারী এবং পুরুষের অধিকার সমান। আত্মিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়েও পরহেজগার হতে পারে। নারী এবং পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক গঠনে পার্থক্য আছে। এই কারণেই আল্লাহ হেকমতের সাথে এই ধরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বলা হয়েছে মায়ের পায়ের নীচেই সন্তানের বেহেশত। সন্তানের উপরে মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে ৩ গুণ বেশী। পৃথিবীতে নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। কোরআনে একে অন্যের পোশাক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী বিদ্বেষ ভালো না আবার পুরুষ বিদ্বেষও ভালো না। এটা ইসলামের শিক্ষা না। নারী, পুরুষ মিলেই সমাজকে সুন্দর করতে হবে যার যার সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

# উপসংহার

ইসলামের নারীবাদ নারী ও পুরুষের সমতা এবং ভারসাম্য রক্ষায় একটি আলোকিত পথ। এটি আধুনিক নারীবাদের মতো সমতার ওপর জোর দেয়, তবে নারীর প্রকৃতি, দায়িত্ব এবং মর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়। ইসলাম নারীদের এমন এক সম্মানিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে তারা সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।